Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

নয়া দিগন্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল : স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে জমায়েত এবং ভিসির অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ। এ ছাড়া বিভিন্ন আবাসিক হলে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চিত্র প্রদর্শনী/চলচ্চিত্র প্রদর্শনী/প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বাঁধনের উদ্যোগে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞপ্তি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি ■ নয়া দিগন্ত

সমকাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধাঞ্জলি ● সমকাল

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০২ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

17 December 2024

ইত্তেফাক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য

আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাবিতে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

● আলোকিত ডেস্ক

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার ভোরে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে জমায়েত এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এ ছাড়া, বিভিন্ন আবাসিক হলে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চিত্র প্রদর্শনী/চলচ্চিত্র প্রদর্শনী/ প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বাঁধনের উদ্যোগে ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কলা ভবন, কার্জন হল, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ও স্মৃতি চিরন্তনসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আলোকসজ্জা করা হয়। বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিয়াসহ বিভিন্ন হল এবং আবাসিক এলাকার মসজিদে শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য দোয়া করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য উপাসনালয়ে শহিদদের আত্মার শান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

কালবেলা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল সোমবার মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে। এর মধ্যে ছিল, ভোরে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলোতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে জমায়েত এবং উপাচার্য ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ। এ ছাড়া বিভিন্ন আবাসিক হলে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চিত্র, চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ছিল স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, দোয়া ও বিশেষ প্রার্থনা এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

ইনকিলাব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর

খবরের কাগজ

স্মৃতিসৌধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন — খবরের কাগজ

ইনকিলাব

বর্ণাঢ্য আয়োজনে ঢাবিতে বিজয় দিবস উদযাপন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে। গতকাল সোমবার দিবসটি উপলক্ষে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এদিন ভোরে ভিসির বাসভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে কলা ভবন, কার্জন হল, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ও স্মৃতি চিরন্তনসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আলোকসজ্জা করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবা ভিত্তিক সংগঠন বাঁধনের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন আবাসিক হলে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বাদজোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিয়াসহ বিভিন্ন হল এবং আবাসিক এলাকার মসজিদে শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য দোয়া করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য উপাসনালয়েও শহিদদের আত্মার শান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হয়েছে। এছাড়াও এদিন সন্ধ্যা পৌনে ...ায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগ, নৃত্যকলা বিভাগ এবং থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের যৌথ ব্যবস্থাপনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

আজকের পত্রিকা

নিয়াজ আহমেদ খান

আমাদের সামনে বিরাট সম্ভাবনা এসে দাঁড়িয়েছে

স্মৃতিসৌধে ঢাবি উপাচার্য

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি

সরকারের পালাবদলে জাতির সামনে বিরাট সম্ভাবনা এসে দাঁড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান। তিনি বলেন, 'নতুন বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের সম্ভাবনা আমাদের সামনে এখন আছে। সেটি করতে হলে বৃহত্তর জাতীয় ঐকমত্যের দরকার। যার যার দায়িত্ব, সেটি আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করা প্রয়োজন।'

গতকাল সোমবার সকাল ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি। এ সময় ঢাবি প্রক্টর, কোষাধ্যক্ষসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঢাবি উপাচার্য বলেন, "৫২, '৬৮, '৭১, '৯০ এবং আমাদের '২৪—এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে জাতির সবচেয়ে ক্রান্তিলগ্নে ছাত্র-জনতা উঠে দাঁড়িয়েছে। জাতিকে রক্ষা করার জন্য বৃহত্তর ঐকমত্য তারা তৈরি করতে পেরেছে। আমাদের সামনে যে যাত্রা, সেটির প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে এই ঐকমত্যকে ধরে রাখা। চড়াই-উতরাই আছে, কিন্তু বড় দাগে মানুষের মধ্যে বিজয় একটি আকাঙ্ক্ষা, গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ একটি আকাঙ্ক্ষা। আমি আশাবাদী।'

এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ বলেন, বৈষম্যবিরোধী সমাজ বিনির্মাণে ন্যায়বিচারের প্রস্তুতি নিতে হবে। ন্যায়বিচারের জন্য যে পক্ষই জড়িত থাকবে, প্রক্রিয়া চালিয়ে নেওয়ার দরকার আছে।

ইতিহাস বিকৃতি বন্ধে কী করা যেতে পারে—এমন প্রশ্নের জবাবে ঢাবি উপাচার্য বলেন, 'আমাদের তরুণসমাজ, ছাত্র-জনতা যথেষ্ট সচেতন। ইতিহাস পাল্টানোর চেষ্টা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বহুবার বাংলাদেশে হয়েছে। ঘুরেফিরে মানুষের মনে প্রকৃত যে ইতিহাস, সেটি জানবার আগ্রহ থেকে গেছে।'

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০২ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

17 December 2024

জনকণ্ঠ

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিজয় দিবস পালন

জনকণ্ঠ ডেস্ক ॥ যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউজিসি, নৌবাহিনীর সকল নৌ অঞ্চল, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এবং স্বপ্নতরী ও শহীদ স্মৃতি পাঠাগারে বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সোমবার মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল ভোরে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে জমায়েত এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ। এছাড়া, বিভিন্ন আবাসিক হলে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চিত্র প্রদর্শনী/চলচ্চিত্র প্রদর্শনী/প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বাঁধনের উদ্যোগে ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে কলা ভবন, কার্জন হল, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ও স্মৃতি চিরন্তনসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আলোকসজ্জা করা হয়। বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিয়াসহ বিভিন্ন হল এবং আবাসিক এলাকার মসজিদে শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য দোয়া করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য উপাসনালয়ে শহীদদের আত্মার শান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

ইউজিসি ॥ মহান বিজয় দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)। সোমবার সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধের বেদীতে ইউজিসি কর্তৃপক্ষ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। এ সময় ইউজিসি সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, প্রফেসর ড. মো. সাইদুর রহমান, ইউজিসি সচিব ড. মো. ফখরুল ইসলাম, রিসার্চ অ্যান্ড গ্রান্টস ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের পরিচালক ড. ফেরদৌস জামান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগের পরিচালক ড. মো. সুলতান মাহমুদ ভূইয়া, ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, কমিউনিকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং বিভাগের পরিচালক ও ইউজিসি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. ওমর ফারুখ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আজকের পত্রিকা

বিজয় র‍্যালিতে ১৯৪৭, ১৯৭১ ও ২০২৪ স্মরণ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিজয় র‍্যালিতে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকে স্মরণ করা হয়েছে। দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে শহীদ মিনারে গিয়ে র‍্যালিটি শেষ হয়।

র‍্যালির সামনের সারিতে থাকা শিক্ষার্থীদের হাতে ছিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল কাশেম ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীসহ দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রাখা নেতাদের প্রতিকৃতি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ, সদস্যসচিব আরিফ সোহেল, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মাহিন সরকারসহ বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা র‍্যালিতে অংশ নেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও র‍্যালিতে যোগ দেন। র‍্যালিতে অংশ নেওয়া অনেকের পরনে ছিল লাল-সবুজ রঙের পোশাক। কেউ কেউ গালে আঁকেন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। অনেকের মাথায় বাঁধা ছিল জাতীয় পতাকা।

The F. Express

Victory Day celebrated at DU

Victory Day was celebrated at Dhaka University on Monday through various programmes, reports UNB.

A wide range of activities were organised throughout the day, according to the Public Relations Office of the university.

The events included raising the national flag at dawn on the university's important buildings, gathering at the Smriti Chirantan Square, and offering floral tributes at the National Martyrs' Memorial in Savar.

The Vice-Chancellor, Professor Dr Niaz Ahmad Khan, led the ceremony along with teachers, students, officials, and staff members of the university.

Additionally, exhibitions and screenings of Liberation War-themed pictures, films, and documentaries were held at various residential halls.

A voluntary blood donation drive was also organised at the Student-Teacher Center (TSC) by the student organisation Bandhan.

On the occasion, important buildings such as the Arts Building, Curzon Hall, TSC, and Smriti Chirantan were illuminated with decorative lights.

After Juhr prayers, special prayers were offered at the university's central mosque, Masjidul Jamia, as well as at various halls and residential area mosques. These prayers sought forgiveness for the martyrs and prayed for the prosperity and development of the country.

Special prayers for the peace of the martyrs' souls were also held at other places of worship on campus.

দেশ রুপান্তর

ঢাবিতে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি : দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে। ভোরে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলোয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। দিবসটি উপলক্ষে কলাভবন, কার্জন হল, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ও স্মৃতি চিরন্তনসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আলোকসজ্জা করা হয়। স্বেচ্ছাসেবাভিত্তিক সংগঠন বাঁধনের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন আবাসিক হলে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।